করিন্থীয়দের কাছে দ্বিতীয় পত্র

১ আমি পল, ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছায় খ্রীষ্টযীশুর প্রেরিতদূত, এবং ভাই তিমথি, করিন্থে ঈশ্বরের
জনমণ্ডলীর সমীপে; তাদের সকলেরও সমীপে, সমগ্র আখাইয়ায় পবিত্রজন যারা: ২ আমাদের
পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশুখ্রীষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

ধন্যবাদ-স্তুতি

৩ ধন্য আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, করুণাধারার সেই পিতা, সমস্ত সান্ত্বনার সেই
পরমেশ্বর, ৪ যিনি আমাদের সমস্ত ক্লেশের মধ্যে আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে থাকেন, যে সান্ত্বনায় আমরা
নিজেরা ঈশ্বর দ্বারা সান্ত্বনাপ্রাপ্ত হয়েছি, তা দ্বারা যেন তাদেরই সান্ত্বনা দিতে পারি, যারা কোন
ক্লেশের মধ্যে রয়েছে; ৫ কেননা খ্রীষ্টের যন্ত্রণা যেমন আমাদের প্রতি উপচে পড়ে, তেমনি খ্রীষ্ট দ্বারা
আমাদের সান্ত্বনাও উপচে পড়ে। ৬ আমরা যখন ক্লেশ ভোগ করি, তখন সেই ক্লেশ তোমাদের সান্ত্বনা
ও পরিত্রাণের জন্যই; তেমনি যখন সান্ত্বনা পাই, তখন সেই সান্ত্বনাও তোমাদেরই সান্ত্বনার জন্য,
আর সেই সান্ত্বনা গুণে তোমরা নিষ্ঠার সঙ্গে সেই একই যন্ত্রণা সহ্য করতে সক্ষম হয়ে ওঠ, যা
আমরা নিজেরাই সহ্য করি। ৭ তোমাদের বিষয়ে আমাদের প্রত্যাশা বেশ দৃঢ়, কেননা আমরা জানি,
তোমরা যেমন যন্ত্রণার, তেমনি সান্ত্বনারও সহভাগী।

৮ কেননা, ভাইয়েরা, এশিয়ায় আমাদের যে ক্লেশ ঘটেছিল, সেই কথা তোমাদের অজানা থাকবে
তা আমরা চাই না। অতিমাত্রায় ও আমাদের শক্তির ঊর্ধ্বে এমন চাপ আমাদের উপরে পড়েছিল যে,
জীবনের আশাও ছেড়ে দিয়েছিলাম। ৯ বস্তুত আমরা নিজেদের অন্তরে এমন প্রাণদণ্ড বহন
করছিলাম, যেন নিজেদের উপরে নির্ভর না করে সেই ঈশ্বরের উপরেই নির্ভর করতে শিখি, যিনি
মৃতদের পুনরুত্থিত করে তোলেন। ১০ হ্যাঁ, তিনিই তেমন মৃত্যু থেকে আমাদের নিস্তার করেছেন ও
নিস্তার করে থাকবেন, যেহেতু আমরা তাঁরই উপর এই প্রত্যাশা রেখেছি যে, ভবিষ্যতেও তিনি
আমাদের নিস্তার করবেন। ১১ আমাদের জন্য তোমাদের মিনতি এতে যথেষ্ট সহায়তা রাখবে, যেন
অনেকের মিনতির ফলে যে অনুগ্রহদান আমাদের মঞ্জুর করা হয়েছে, তার জন্য অনেকেই আমাদের
হয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে।

পলের যাত্রা-পরিকল্পনার পরিবর্তনের কারণ

১২ কেননা আমাদের গর্ব এ: আমাদের বিবেক সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, জগতের সকলের প্রতি ও
বিশেষভাবে তোমাদেরই প্রতি আমরা ঈশ্বরের দেওয়া সরলতা ও আন্তরিকতার সঙ্গেই আচরণ
করেছি—মানবীয় জ্ঞান দ্বারা নয়, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারা। ১৩ তোমাদের কাছে যা স্পষ্ট লিখছি,
তাছাড়া আর এমন কিছু লিখছি না যা পড়ে তোমরা নিজেরা তা বুঝতে পারবে না; আশা রাখি,
তোমরা যেমন এর মধ্যে আংশিকভাবে আমাদের চিনতে পেরেছ, ১৪ তেমনি একদিন পরিপূর্ণভাবেই
বুঝতে পারবে যে, আমরা যেমন তোমাদের গর্বের কারণ, আমাদের প্রভু যীশুর দিনে তোমরাও
তেমনি হবে আমাদের গর্বের কারণ।

১৫ এই দৃঢ় ভরসা নিয়ে আমি আগে সঙ্কল্প করেছিলাম, তোমাদের কাছে যাব, যেন তোমরা দ্বিতীয়
একটা অনুগ্রহ পেতে পার; ১৬ এবং তোমাদের হয়ে মাকিদনিয়াতে এগিয়ে যাব; পরে মাকিদনিয়া

থেকে আবার তোমাদের কাছে ফিরে যাব ও তোমরা যুদেয়ায় যাবার জন্য আমার জন্য সব ব্যবস্থা
করবে। [১৭] আচ্ছা, তেমন সঙ্কল্পে আমি কি চাঞ্চল্য দেখিয়েছি? কিংবা আমি যা যা সঙ্কল্প করি, সেই
সকল সঙ্কল্প কি এত মানবীয় মন নিয়েই করে থাকি যে, একই সময়ে হ্যাঁ হ্যাঁ ও না না বলি? [১৮]
বিশ্বাসযোগ্য ঈশ্বর সাক্ষ্য দিন যে, তোমাদের প্রতি আমাদের কথা একই সময়ে 'হ্যাঁ' ও 'না' হয়
না। [১৯] ঈশ্বরের পুত্র যীশুখ্রীষ্ট, যাঁর কথা আমরা, অর্থাৎ আমি নিজে, সিল্ভানুস ও তিমথি তোমাদের
কাছে প্রচার করেছি, তিনি 'হ্যাঁ' আবার 'না' হননি, কিন্তু তাঁর মধ্যে 'হ্যাঁ' হয়েছে; [২০] বস্তুত ঈশ্বরের
সমস্ত প্রতিশ্রুতি তাঁর মধ্যে 'হ্যাঁ' হয়েছে, আর এজন্য আমাদের 'আমেন' তাঁরই মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের
গৌরবার্থে ধ্বনিত। [২১] স্বয়ং ঈশ্বরই খ্রীষ্টে তোমাদের সঙ্গে আমাদের সুদৃঢ় করে রাখেন;
তৈলাভিষেকে আমাদের অভিষিক্ত করেছেন, [২২] আমাদের চিহ্নিতও করেছেন তাঁর আপন মুদ্রাঙ্কনে
এবং অগ্রিম হিসাবে আমাদের হৃদয়ে আত্মাকে দিয়েছেন।

[২৩] নিজের প্রাণের দিব্যি দিয়ে ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে আমি বলছি: কেবল তোমাদের রেহাই দেবার
জন্যই আমি করিন্থে আর কখনও ফিরে আসিনি। [২৪] আমরা তোমাদের বিশ্বাসের উপর আদৌ কর্তৃত্ব
ফলাতে চাই না; আমরা বরং তোমাদের আনন্দের সহযোগী; বাস্তবিকই তোমরা বিশ্বাসে অটল হয়ে
দাঁড়িয়ে আছ।

২ তাই আমি স্থির করেছিলাম, তোমাদের কাছে আমার আগামী দেখা-সাক্ষাৎ দুঃখজনক হবে না; [২]
কেননা আমি যদি তোমাদের দুঃখের কারণ হই, তবে আমার দ্বারা যে দুঃখ পেয়েছে, সে ছাড়া কে
আমাকে আনন্দ দেবে? [৩] এজন্যই আমি এভাবে তোমাদের লিখেছিলাম, যেন আমি এলে, যারা
আমাকে আনন্দ দেওয়ার কথা, তাদের কাছ থেকে আমাকে যেন দুঃখ পেতে না হয়; কেননা
তোমাদের সকলের বিষয়ে আমার এই দৃঢ় ভরসা আছে, আমার আনন্দ তোমাদেরও সকলের
আনন্দ। [৪] আমি গভীর দুঃখ ও মনোবেদনার মধ্যে চোখের জল ফেলতে ফেলতে তোমাদের
লিখেছিলাম; কিন্তু তোমাদের দুঃখ দেবার জন্য নয়, বরং তোমরা যেন জানতে পার, তোমাদের
প্রতি আমার ভালবাসা কতই না সীমাহীন।

[৫] কেউ যদি দুঃখ দিয়ে থাকে, সে শুধু আমাকেই দুঃখ দেয়নি; ব্যাপারটা বাড়াতে চাই না, কিন্তু
অন্তত কিছু পরিমাণে সে তোমাদের সকলকেই দুঃখ দিয়েছে। [৬] যাই হোক, অধিকাংশ লোকদের
হাতে সেই লোকটা যে শাস্তি পেয়েছে, তা-ই তার পক্ষে যথেষ্ট। [৭] সুতরাং তোমরা বরং তাকে ক্ষমা
করলে ও সান্ত্বনা দিলে ভাল, পাছে অতিরিক্ত দুঃখের ভারে সে একেবারে ভেঙে পড়ে। [৮] এজন্য
আমার এই অনুরোধ, তোমরা তাকে দেখাও যে, তার প্রতি ভালবাসা ছাড়া তোমাদের অন্তরে আর
কিছু নেই। [৯] উপরন্তু আমি এজন্যই তোমাদের লিখেছিলাম, কারণ প্রমাণযোগে দেখতে চাচ্ছিলাম,
তোমরা সত্যিই সব দিক দিয়ে বাধ্য কিনা। [১০] যাকে তোমরা ক্ষমা কর, আমিও তাকে ক্ষমা করি;
কেননা আমি যা ক্ষমা করেছি—যদি আমার এমন কিছু ঘটে থাকে যা আমার ক্ষমার যোগ্য—
তোমাদের খাতিরেই, খ্রীষ্টকে সামনে রেখেই, তা করেছি [১১] যেন আমরা শয়তানের প্রবঞ্চনার হাতে
না পড়ি; কেননা তার মতলব আমাদের অজানা নয়।

পলের জীবনে বাণীপ্রচারের গুরুত্ব

[১২] তাই খ্রীষ্টের সুসমাচারের খাতিরে আমি ত্রোয়াসে এসে পৌঁছে, প্রভুতে আমার সামনে দরজা

খোলা হলেও ১৩ আমার ভাই তীতকে সেখানে না পাওয়ায় আমি মনে কিছু শান্তি পাইনি; ফলে
তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মাকিদনিয়ার দিকে রওনা হলাম। ১৪ কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, যিনি
সবসময় খ্রীষ্টে আমাদের তাঁর জয়যাত্রায় স্থান দেন, ও আমাদের মধ্য দিয়ে তাঁকে জ্ঞানলাভের সুগন্ধ
সর্বস্থানে ছড়িয়ে দেন! ১৫ কারণ যারা পরিত্রাণ পাচ্ছে ও যারা বিনাশের দিকে চলছে, সকলেরই
কাছে আমরা ঈশ্বরের পক্ষে খ্রীষ্টের সৌরভ। ১৬ এক পক্ষের বেলায় আমরা মৃত্যুমূলক মৃত্যুজনক
গন্ধ, কিন্তু অন্য পক্ষের বেলায় জীবনমূলক জীবনদায়ী গন্ধ। কিন্তু তেমন কাজের জন্য কেইবা
উপযুক্ত? ১৭ অন্ততপক্ষে আমরা সেই অনেকের মত নই, যারা ঈশ্বরের বাণীকে অপমিশ্রিত করে;
বরং সততার সঙ্গে, এমনকি যেন স্বয়ং ঈশ্বর দ্বারাই চালিত হয়ে আমরা ঈশ্বরের সাক্ষাতে খ্রীষ্টে
কথা বলি।

৩ তবে আমরা আবার নিজেদের পক্ষে সুপারিশ করতে আরম্ভ করছি নাকি? কারও কারও মত
আমাদেরও কি তোমাদের জন্য কিংবা তোমাদের পক্ষ থেকে সুপারিশ-পত্রের প্রয়োজন আছে? ২
তোমরাই আমাদের সুপারিশ-পত্র, এমন পত্র যা আমাদের হৃদয়ে লেখা, যা সকলে পড়তে ও বুঝতে
পারে; ৩ তাই একথা স্পষ্ট যে, তোমরা খ্রীষ্টের একটি পত্র যা আমাদের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে;
আর এই পত্রের লেখা কালির নয়, জীবনময় ঈশ্বরের আত্মারই লেখা, পাথরের ফলকে নয়,
রক্তমাংসের হৃদয়-ফলকেই লেখা।

৪ ঈশ্বরের সামনে খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের তেমন ভরসা আছে! ৫ আমরা যে নিজেরাই কিছু
ধারণা করতে নিজেদেরই গুণে উপযুক্ত, তা নয়; কিন্তু আমাদের যোগ্যতা ঈশ্বর থেকেই আসে; ৬
তিনিই আমাদের এক নতুন সন্ধির সেবাকর্মী করে তুলেছেন—অক্ষরের নয়, আত্মারই এক সন্ধি,
কারণ অক্ষর মৃত্যু ঘটায়, কিন্তু আত্মা জীবন দান করেন। ৭ মৃত্যুর সেই যে সেবাকর্ম যা পাথরে লেখা
ও খোদাই-করা, তা যদি এমন গৌরবের মধ্যে ঘটেছিল যে, ইস্রায়েল সন্তানেরা মোশীর মুখের
গৌরবের কারণে—সেই গৌরব ক্ষণস্থায়ী হলেও—তাঁর মুখের দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখতে পারল না,
৮ তবে আত্মার সেবাকর্ম আর কত উজ্জ্বলতর গৌরবেই না মণ্ডিত হবে! ৯ কেননা দণ্ডের সেবা-পদ
যখন গৌরবময় হল, তখন ধর্মময়তার সেবা-পদ গৌরবে আরও বেশি উপচে পড়ে। ১০ এমনকি,
সেদিক থেকে যা একসময় গৌরবময় ছিল, এই সন্ধির উজ্জ্বলতম গৌরবের তুলনায় তা গৌরবময়
আর নয়। ১১ কারণ যা ক্ষণস্থায়ী ছিল, তা যদি গৌরবময় হল, তবে যা নিত্যস্থায়ী, তার আরও কতই
না গৌরবময় হওয়ার কথা।

১২ সুতরাং আমাদের তেমন প্রত্যাশা থাকায় আমরা অধিক সৎসাহসের সঙ্গে কথা বলি; ১৩ এবং
মোশীর মত করি না: তিনি তো নিজের মুখ একটা আবরণ দিয়ে আবৃত রাখতেন, যেন ইস্রায়েল
সন্তানেরা তাকিয়ে সেই ক্ষণস্থায়ী গৌরবের শেষ পরিণাম না দেখে। ১৪ কিন্তু তাদের মন রুদ্ধ ছিল;
বস্তুত আজও পর্যন্ত প্রাক্তন সন্ধি পাঠ করার সময়ে সেই আবরণ থেকে যাচ্ছে, তা সরানোও যাচ্ছে না,
কেননা সেই আবরণ খ্রীষ্টেই লোপ পায়; ১৫ আজও পর্যন্ত যখন মোশী-পাঠ হয়, তখন তাদের
হৃদয়ের উপরে একটা আবরণ পাতা থাকে। ১৬ কিন্তু তারা যখন প্রভুর দিকে ফিরবে, তখন
আবরণটা উঠিয়ে ফেলা হবে। ১৭ প্রভুই সেই আত্মা; এবং যেখানে প্রভুর আত্মা, সেইখানে স্বাধীনতা।
১৮ আর অনাবৃত মুখে আমরা সবাই ঠিক যেন দর্পণেরই মত প্রভুর গৌরব প্রতিফলিত করতে করতে
প্রভুর আত্মার কর্মক্রিয়া অনুসারে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর গৌরবে তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে

থাকি।
৪ এজন্য ঈশ্বরের দয়ায় এই সেবাদায়িত্বে নিযুক্ত হয়ে আমরা নিরুৎসাহ হই না; ২ বরং লজ্জাকর
যত গোপনীয়তা পরিহার ক'রে, এবং ধূর্ততায় না চলে, ঈশ্বরের বাণীকেও বিকৃত না করে আমরা
বরং প্রকাশ্যেই সত্য ব্যক্ত করতে করতে ঈশ্বরের সাক্ষাতে প্রত্যেকটি মানুষের বিবেকের সামনে
সোজা হয়ে দাঁড়াই। ৩ আর যদি আমাদের সুসমাচার আবৃত হয়ে থাকে, তবে যারা বিনাশের দিকে
চলছে, তাদেরই কাছে আবৃত থাকে। ৪ তাদের মধ্যে এই যুগের দেবতা অবিশ্বাসী মনকে অন্ধ করে
দিয়েছে, যেন তারা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি সেই স্বয়ং খ্রীষ্টেরই গৌরবময় সুসমাচারের দীপ্তি না দেখতে
পায়। ৫ বস্তুত আমরা নিজেদের নয়, খ্রীষ্টযীশুকেই প্রভু বলে প্রচার করছি, এবং আমাদের নিজেদের
বেলায়, যীশুর খাতিরে আমরা তোমাদের দাস। ৬ আর যিনি বলেছেন, *অন্ধকারের মধ্য থেকে আলো
উদ্ভাসিত হোক,* সেই ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়েছেন সেই ঐশগৌরবেরই জ্ঞান উজ্জ্বল
করার জন্য, যে গৌরবে খ্রীষ্টের নিজের শ্রীমুখ উদ্ভাসিত। ৭ কিন্তু এই ধন আমরা মাটির পাত্রেই যেন
বহন করছি; ফলে এই অসাধারণ পরাক্রম আমাদের নয়, ঈশ্বরেরই পরাক্রম। ৮ পদে পদে
আমাদের ক্লেশ ভোগ করতে হচ্ছে, কিন্তু আমরা উদ্বিগ্ন হই না; আমরা দিশেহারা বোধ করছি, কিন্তু
নিরাশ হই না; ৯ নির্যাতিত হচ্ছি, কিন্তু পরিত্যক্ত হই না; আমাদের আঘাত করা হচ্ছে, কিন্তু আমরা
বিনষ্ট হই না। ১০ আমরা সর্বদা সর্বস্থানে নিজেদের দেহে যীশুর মৃত্যু বহন করে চলি, যেন যীশুর
জীবনও আমাদের এই দেহে প্রকাশিত হয়। ১১ কেননা আমরা জীবিত হয়েও যীশুর খাতিরে সর্বদাই
মৃত্যুর হাতে সমর্পিত হয়ে চলেছি, যেন যীশুর জীবনও আমাদের এই মরদেহে প্রকাশিত হয়। ১২
ফলে আমাদের মধ্যে মৃত্যুই সক্রিয়, কিন্তু তোমাদের মধ্যে জীবন।
১৩ তথাপি আমরা সেই একই বিশ্বাসের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে, যে বিশ্বাসের বিষয়ে লেখা
আছে: *আমি বিশ্বাস করেছি, তাই কথা বলেছি,* আমরাও বিশ্বাস করি আর তাই কথা বলি, ১৪
সচেতন হয়ে যে, প্রভু যীশুকে যিনি পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি যীশুর সঙ্গে আমাদেরও পুনরুত্থিত
করবেন ও তোমাদের সঙ্গে নিজের কাছে স্থান দেবেন। ১৫ হ্যাঁ, সবই তোমাদের জন্য, যেন ঈশ্বরের
অনুগ্রহ আরও অপর্যাপ্ত হয়ে উঠে বেশি বেশি মানুষের মুখে আরও বেশি ধন্যবাদ-স্তুতির কারণ হয়ে
ওঠে—ঈশ্বরের গৌরবার্থে।

আমাদের পুনরুত্থানের বিষয়ে নিশ্চয়তা

১৬ এজন্যই আমরা নিরুৎসাহ হই না; আর যদিও আমাদের বাইরের মানুষ ক্রমশ ক্ষয়ে যাচ্ছে,
তবু অন্তরের মানুষ দিনে দিনে নবীকৃত হয়ে উঠছে। ১৭ বস্তুত আমাদের এই ক্লেশের ক্ষণস্থায়ী ও লঘু
ভার আমাদের জন্য গৌরবের অপরিমেয় ও অতি গুরুভার সঞ্চয় জমিয়ে রাখছে, ১৮ যেহেতু আমরা
দৃশ্য বিষয়ের দিকে লক্ষ না রেখে অদৃশ্য বিষয়ের দিকেই লক্ষ রাখছি, কারণ যা দৃশ্য তা ক্ষণস্থায়ী,
কিন্তু যা অদৃশ্য তা চিরস্থায়ী।
৫ আমরা তো জানি, আমাদের পার্থিব দেহ-আবাসের তাঁবু যখন গুটিয়ে নেওয়া হবে, তখন আমরা
ঈশ্বরের কাছ থেকে একটা আবাস পাব—এমন আবাস যা কারও হাতে তৈরী নয় বরং চিরস্থায়ী, যা
স্বর্গলোকেই অবস্থিত। ২ বাস্তবিকই আমরা এই তাঁবুতে থেকে আর্তনাদ করছি; আকাঙ্ক্ষাই করছি,
যেন এই বর্তমান দেহের উপরে স্বর্গীয় সেই দেহ পরিধান করতে পারি—৩ অবশ্য যদি দেখা যায়

যে, আমরা এর মধ্যে একেবারে বস্ত্রহীন না হয়ে বরং পরিবৃত অবস্থায়ই আছি। ৪ আর আসলে এই
তাঁবুতে থেকে আমরা ভারাক্রান্ত হয়ে আর্তনাদ করছি, কারণ চাচ্ছি না, আমাদের এই সজ্জা ফেলে
দেওয়া হোক, কিন্তু চাচ্ছি, তার উপরে ওই অন্য সজ্জাটা পরিয়ে দেওয়া হোক, যেন যা মরণশীল তা
জীবনেই কবলিত হয়। ৫ এমনটি হবার জন্য ঈশ্বর নিজেই আমাদের প্রস্তুত করেছেন; তিনি অগ্রিম
হিসাবে সেই আত্মাকে আমাদের দান করেছেন। ৬ তাই সর্বদাই গভীর ভরসা রেখে এবং একথা
জেনে যে, যতদিন এই দেহে বাস করি ততদিন প্রভুর কাছ থেকে প্রবাসী আছি, ৭ আমরা বিশ্বাসেই
চলি, প্রত্যক্ষ দর্শনে এখনও নয়। ৮ আমরা গভীর ভরসা রাখি, এবং দেহ থেকে প্রবাসী হয়ে প্রভুর
সঙ্গে বসবাস করা-ই বরং বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। ৯ এজন্য দেহের আবাসে থাকি কিংবা তা ছেড়ে
প্রবাসী হই, তাঁরই প্রীতির পাত্র হওয়াই আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ১০ কারণ আমাদের সকলকেই
খ্রীষ্টের বিচারাসনের সামনে এসে প্রত্যক্ষভাবে দাঁড়াতে হবে, যেন প্রত্যেকে দেহে থাকাকালে যা
কিছু করেছে, তা ভাল হোক কি মন্দ হোক, সেই অনুসারে প্রতিফল পায়।

পুনর্মিলনের সেবাকর্ম

১১ তাই প্রভুভয় সম্বন্ধে সচেতন হয়ে আমরা মানুষের মন জয় করতে সচেষ্ট থাকি; একইসময়
ঈশ্বর আমাদের পরিচয় ভালই জানেন, আর আমি প্রত্যাশা রাখি, তোমাদের বিবেকও তা ভালই
জানে। ১২ না, আমরা আবার তোমাদের কাছে নিজেদের পক্ষে সুপারিশ উপস্থাপন করতে যাচ্ছি না,
কিন্তু আমাদের পক্ষে গর্ব করার সুযোগ তোমাদের দিতে চাচ্ছি, যেন যাদের গর্ব অন্তরের নয়,
বাইরেরই গর্ব, তোমরা তাদের উপযুক্ত উত্তর দিতে পার। ১৩ কেননা আমরা যদি কোন সময়
উন্মাদের মত হয়ে থাকি, এমনটি ঈশ্বরের জন্য হয়েছিল; আর এখন যদি আমাদের সুবোধ থাকে,
এমনটি হচ্ছে তোমাদের জন্য। ১৪ কারণ খ্রীষ্টের ভালবাসা আমাদের চাপ দিচ্ছে, যখন ভাবি যে,
সকলের জন্য একজন মৃত্যু বরণ করেছেন, ফলে সকলেরই মৃত্যু হয়েছে; ১৫ আর তিনি সকলের
জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন, যারা জীবিত, তারা যেন আর নিজেদের জন্য নয়, বরং তাঁরই জন্য
জীবন যাপন করে, যিনি মৃত্যু বরণ করেছেন ও পুনরুত্থিত হয়েছেন। ১৬ সুতরাং এখন থেকে আমরা
আর কাউকেও মানবীয় জ্ঞান অনুসারে চিনি না; আর যদিও একসময়ে আমরা খ্রীষ্টকে মানবীয়
জ্ঞান অনুসারে চিনতাম, তবু এখন সেভাবে আর চিনি না। ১৭ ফলে কেউ যদি খ্রীষ্টে থাকে, সে নতুন
সৃষ্টি; প্রাক্তন সবকিছু কেটে গেছে, দেখ, সবকিছু নতুন হয়ে উঠেছে! ১৮ তবু এসব কিছু সেই ঈশ্বর
থেকেই আগত, যিনি খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে নিজের সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলিত করেছেন, এবং
পুনর্মিলনের সেবাদায়িত্ব আমাদের দিয়েছেন। ১৯ হ্যাঁ, ঈশ্বরই খ্রীষ্টে নিজের সঙ্গে জগতের পুনর্মিলন
সাধন করলেন: তিনি মানুষদের অন্যায়-অপরাধ তাদেরই বলে গণ্য করলেন না, এবং সেই
পুনর্মিলনের বাণী আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। ২০ তাই আমরা খ্রীষ্টের পক্ষে বাণীদূত—ঠিক
যেন স্বয়ং ঈশ্বরই আমাদের মধ্য দিয়ে আহ্বান জানাচ্ছেন। খ্রীষ্টের খাতিরে আমরা মিনতি করছি:
ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেদের পুনর্মিলিত হতে দাও। ২১ যিনি পাপ জানেননি, তাঁকে তিনি আমাদের পক্ষে
পাপ করে তুলেছেন, যেন আমরা তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের ধর্মময়তা হয়ে উঠি।
৬ আর যেহেতু আমরা তাঁর সহকর্মী, সেজন্য আমরা তোমাদের অনুরোধ করছি: তোমরা যে
ঈশ্বরের অনুগ্রহ গ্রহণ করেছ, তোমাদের সেই গ্রহণটা যেন বৃথাই না হয়ে যায়। ২ কারণ তিনি একথা

বলছেন, *তোমাকে সাড়া দিয়েছি প্রসন্নতার সময়ে; তোমার সহায়তা করেছি পরিত্রাণের দিনে।* আর
এখন তো সেই প্রসন্নতার সময়, এখন তো সেই পরিত্রাণের দিন। [৩] আমরা কারও পথে কোন বিঘ্ন
ঘটাই না, যেন আমাদের সেবাকর্মের কোন নিন্দা না হয়; [৪] আমরা বরং সবকিছুতেই নিজেদের
ঈশ্বরের সেবাকর্মী বলে দেখাই—যথেষ্ট নিষ্ঠার সঙ্গে নানা ধরনের ক্লেশ, দুর্গতি ও সঙ্কটে; [৫] প্রহার,
কারাবাস, যত দাঙ্গা-হাঙ্গামা, পরিশ্রম, অনিদ্রা ও অনাহারে; [৬] শুচিতা, সদ্‌জ্ঞান, সহিষ্ণুতা,
কোমলতায়; আত্মার পবিত্রতা ও অকপট ভালবাসায়; [৭] সত্যবাণী প্রচারে ও ঈশ্বরের পরাক্রমে;
ডান ও বাঁ হাতে ধর্মময়তার অস্ত্র ধারণে; [৮] গৌরবে ও অপমানে, দুর্নামের দিনে ও সুনামের দিনে।
আমরা নাকি প্রবঞ্চক, অথচ সত্যবাদী; [৯] আমরা নাকি অপরিচিত, অথচ সুপরিচিত; আমরা নাকি
মৃতপ্রায়, অথচ দেখ, জীবিত আছি; আমরা নাকি দণ্ডিত, অথচ নিহত নই; [১০] আমরা নাকি
দুঃখান্বিত, অথচ সর্বদাই আনন্দিত; আমরা নাকি নির্ধন, অথচ অনেককে ধনবান করি; আমরা
নাকি নিঃস্ব, অথচ সবকিছুর অধিকারী।

[১১] হে করিন্থীয়েরা, তোমাদের কাছে আমাদের মনের কথা প্রকাশ করেছি, তোমাদের সামনে
আমাদের হৃদয় সম্পূর্ণই খোলা রয়েছে। [১২] আমাদের অন্তরে তোমরা তো সঙ্কুচিত নও, নিজেদের
অন্তরেই তোমরা সঙ্কুচিত রয়েছ। [১৩] তোমরা আমার সন্তান বলেই আমি কথা বলছি; প্রতিদানে
তোমরাও হৃদয় খুলে দাও।

বেছে নেওয়া প্রয়োজন

[১৪] তোমরা অবিশ্বাসীদের সঙ্গে অসঙ্গত সংসর্গের জোয়ালে নিজেদের আবদ্ধ হতে দিয়ো না। ধর্মে
অধর্মে পরস্পর কী সহযোগিতা আছে? অন্ধকারের সঙ্গে আলোরই বা কী সহভাগিতা? [১৫]
বেলিয়ারের সঙ্গে খ্রীষ্টের কী মিল? অবিশ্বাসীর সঙ্গে বিশ্বাসীর বা কী যোগাযোগ? [১৬] দেবমূর্তিগুলোর
সঙ্গে ঈশ্বরের মন্দিরের কী আপস? আমরাই তো জীবনময় ঈশ্বরের মন্দির। ঈশ্বর নিজেই তো
বলেছেন, *আমি তাদের মাঝখানে আমার আপন আবাস স্থাপন করব, তাদের মধ্যে গমনাগমন*
করব। আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর আর তারা হবে আমার আপন জনগণ। [১৭] সুতরাং *তোমরা*
ওদের ছেড়ে চলে এসো, তাদের কাছ থেকে আলাদা থাক—একথা বলছেন প্রভু—এবং অশুচি
কিছুই স্পর্শ করো না। তবে আমিই তোমাদের গ্রহণ করে নেব, [১৮] *এবং আমি তোমাদের কাছে হব*
পিতার মত ও তোমরা আমার কাছে হবে পুত্রকন্যার মত—সর্বশক্তিমান প্রভু একথা বলছেন।
৭ অতএব, প্রিয়জনেরা, তেমন প্রতিশ্রুতি পেয়ে, এসো, দেহ ও আত্মার যত কালিমা থেকে
নিজেদের পরিশুদ্ধ করি, প্রভুভয়ের সঙ্গে আমাদের পবিত্রীকরণের পূর্ণতা সাধনা করি।

করিন্থীয়দের অনুতাপের জন্য পলের আনন্দ

[২] তোমাদের হৃদয়ে আমাদের জন্য একটু স্থান রাখ; আমরা তো কারও প্রতি অন্যায় করিনি,
কারও সর্বনাশ ঘটাইনি, কাউকেও ঠকাইনি। [৩] কাউকে দোষী করতে চাচ্ছি বলে একথা বলছি, তা
নয়; আগেও তোমাদের বলেছি, তোমরা আমাদের হৃদয়ে রয়েছ—জীবনে-মরণে তোমরা ও আমরা
এক হয়ে থাকব। [৪] তোমাদের কাছে আমি সম্পূর্ণ মুক্তকণ্ঠেই কথা বলছি, তোমাদের নিয়ে আমি
যথেষ্টই গর্ব করছি; আমাদের সমস্ত ক্লেশের মধ্যে আমি সান্ত্বনায় পরিপূর্ণ, আনন্দে উথলে পড়ছি। [৫]
কারণ আমরা যখন মাকিদনিয়াতে এসে পৌঁছেছিলাম, তখন থেকে আমাদের প্রাণের একটুও স্বস্তি

হল না; কিন্তু সব দিক দিয়ে আমরা ক্লেশের মধ্যে রয়েছি: বাইরে নানা যুদ্ধ, অন্তরে নানা ভয়। ৬
তথাপি সেই ঈশ্বর, যিনি অবনতকে সান্ত্বনা দেন, তিনি তীতের আগমনে আমাদের সান্ত্বনা দিলেন;
৭ শুধু তাঁর আগমনের মধ্য দিয়ে নয়, কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে সান্ত্বনা পেয়েছিলেন, সেই সান্ত্বনার মধ্য দিয়েও আমাদের সান্ত্বনা দিলেন; কেননা তিনি আমাকে জানালেন আমাকে দেখবার জন্য তোমরা কত আকাঙ্ক্ষিত, আমাকে নিয়ে কত দুঃখিত, ও আমার জন্য কত উৎকণ্ঠিত; তাতে আমি যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছিলাম।
৮ আমার পত্র দিয়ে যদিও আমি তোমাদের দুঃখ দিয়েছিলাম, তবুও এ নিয়ে আপসোস করি না। আর যদিই বা আপসোস করে থাকি—আসলে আমি দেখতে পাচ্ছি, সেই পত্র অন্তত কিছু সময়ের জন্য তোমাদের মনে দুঃখ দিয়েইছে—
৯ এখন আমি আনন্দ বোধ করছি। তোমরা মনে দুঃখ পেয়েছিলে, সেজন্য নয় বটে, কিন্তু তোমাদের দুঃখ যে মনপরিবর্তনের ভাব জাগিয়েছে, সেইজন্য। কারণ তোমাদের যে দুঃখ হয়েছিল, তা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী, ফলে আমাদের দ্বারা তোমরা কোন দিকে ক্ষতিগ্রস্ত হওনি।
১০ কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী যে দুঃখ, তা অপরিবর্তনশীল এমন মনপরিবর্তন ঘটায় যা পরিত্রাণজনক; অপরদিকে জগতের দুঃখ মৃত্যুজনক।
১১ বাস্তবিকই দেখ, ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী এই যে দুঃখ তোমরা পেয়েছ, তা তোমাদের অন্তরে কেমন উদ্যম সাধন করেছে! হ্যাঁ, আত্মরক্ষার মনোভাবে কেমন ব্যাকুলতা, কেমন ক্ষোভ, কেমন ভয়, কেমন আকাঙ্ক্ষা, কেমন উদ্যোগ, শাস্তির কেমন প্রতিকার! এই ব্যাপারে তোমরা সব দিক দিয়ে নির্দোষী বলে দাঁড়িয়েছ।
১২ সুতরাং যদিও আমি তোমাদের কাছে লিখেছিলাম, তবু অপরাধীর জন্য লিখিনি, যার বিরুদ্ধে অপরাধ করা হয়েছিল, তার জন্যও নয়, কিন্তু এজন্যই লিখেছিলাম, আমাদের জন্য তোমাদের যে উৎকণ্ঠা, তা যেন ঈশ্বরের সামনে সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়।
১৩ এই কারণেই আমরা সান্ত্বনা পেয়েছিলাম।

আর আমাদের এই সান্ত্বনার উপরে তীতের আনন্দে আমি আরও গভীরতর আনন্দ বোধ করলাম, কারণ তোমরা সকলেই তাঁর প্রাণ জুড়িয়ে দিয়েছ।
১৪ তাই তাঁর কাছে আমি কোন বিষয়ে যদি তোমাদের নিয়ে গর্ব করে থাকি, তাতে আমাকে লজ্জিত হতে হল না; কিন্তু আমরা যেমন তোমাদের কাছে সবই সত্যভাবে বলেছি, তেমনি তীতের কাছে ব্যক্ত আমাদের সেই গর্বও সত্য বলে প্রমাণিত হল।
১৫ আর তোমরা সকলে তাঁর প্রতি কেমন বাধ্য ছিলে, কেমন সম্ভ্রমে ও কম্পিত অন্তরে তাঁকে গ্রহণ করেছিলে, তা স্মরণ করতে করতে তোমাদের প্রতি তাঁর স্নেহ অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৬
সমস্ত ব্যাপারে আমি যে তোমাদের উপরে ভরসা রাখতে পারি, এজন্য আমি সত্যি আনন্দিত।

দানশীল হতে আহ্বান

৮ তাছাড়া, ভাই, আমরা তোমাদের কাছে জানাতে চাচ্ছি, মাকিদনিয়ার মণ্ডলীগুলিকে কেমন ঐশঅনুগ্রহ দান করা হয়েছে:
২ ক্লেশের দীর্ঘ পরীক্ষার মধ্যেও তাদের আনন্দের আতিশয্য, এবং চরম দরিদ্রতা তাদের দানশীলতার ঐশ্বর্যে উপচে পড়েছে।
৩ হ্যাঁ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তারা সাধ্যমত, এমনকি সাধ্যের অতীতেই স্বেচ্ছায় দান করেছে;
৪ আমাদের সাধাসাধি করে বারংবার মিনতি করেছে আমরা যেন পবিত্রজনদের সেবায় অংশ নেবার সুযোগ তাদের দিই।
৫ এমনকি আমাদের নিজেদের প্রত্যাশা অতিক্রম করে তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে সর্বপ্রথমে প্রভুর হাতে, তারপর আমাদের হাতে নিজেদের অর্পণ করেছে।
৬ সেজন্য আমরা তীতকে অনুরোধ করলাম, যেন

তিনি তোমাদের মধ্যে সেই দানশীলতা-কর্ম সেরে নেন—যেহেতু তিনি নিজেই তা শুরু করে
দিয়েছিলেন। ৭ আরও, তোমরা নিজেরাই যেহেতু সবকিছুতে শ্রেষ্ঠ—বিশ্বাসে, বচনে, জ্ঞানে, সব
ধরনের যত্নশীলতায়, ও আমাদের প্রতি তোমাদের ভালবাসায় শ্রেষ্ঠ—সেজন্য এই
দানশীলতা-কর্মেও শ্রেষ্ঠ হও। ৮ আমি আদেশ হিসাবে একথা বলছি না, কিন্তু অন্যের প্রতি
তোমাদের যত্নের মধ্য দিয়ে আমি এমনি যাচাই করতে চাই তোমাদের ভালবাসা যথার্থ কিনা। ৯
কেননা তোমরা আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের অনুগ্রহের কথা জান: ধনবান হয়েও তোমাদের জন্য
তিনি নিজেকে দরিদ্র করেছিলেন, যেন তাঁর সেই দরিদ্রতায়ই তোমরা ধনবান হয়ে উঠতে পার। ১০
আর এবিষয়ে আমি তোমাদের কাছে আমার অভিমত জানাচ্ছি; তেমন কাজ তোমাদের পক্ষে
সুবিধাজনক, এই কারণে যে, গত বছর থেকে তোমরাই এ কাজটা সাধন করতে শুধু নয়, তা কল্পনা
করতেও প্রথম হয়ে শুরু করেছিলে! ১১ তবে এখন তা সেরেই ফেল, কারণ কল্পনা করায় যেমন
আগ্রহ ছিল, তেমনি তোমাদের সাধ্যমত যেন সমাপ্তিও হয়। ১২ আসলে যদি আগ্রহ থাকে, তবে যার
যা আছে, সেই অনুসারেই তা গ্রহণীয় হয়, যার যা নেই, সেই অনুসারে নয়। ১৩ ব্যাপারটা তো এই
নয় যে, অন্য সকলের আরাম হোক ও তোমাদের কষ্ট হোক, বরং সমতাই চাই। ১৪ আজকের মত
তোমাদের প্রাচুর্যে তাদের অভাব পূরণ করা হোক, যেন আবার তাদের প্রাচুর্যে তোমাদের অভাব
পূরণ করা হয়, ফলে যেন সমতা হয়, ১৫ যেমনটি লেখা আছে: *বেশি যে সংগ্রহ করল, তার
অতিরিক্ত কিছু হল না; এবং অল্প যে সংগ্রহ করল, তার অভাব হল না।*

১৬ তাহলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! তিনি যে তীতের হৃদয়ে তোমাদের জন্য তেমন যত্নশীলতা সঞ্চার
করেছেন; ১৭ তীত আমাদের অনুরোধ গ্রহণ করেছেন বটে, এবং অধিক গভীরতর সদাগ্রহের সঙ্গে
নিজেই স্বেচ্ছায় তোমাদের দিকে রওনা হলেন। ১৮ তাঁর সঙ্গে আমরা সেই ভাইকে পাঠালাম,
সুসমাচার প্রচারের জন্য যাঁর সুনাম সকল মণ্ডলীগুলিতে কীর্তিত; ১৯ শুধু তা নয়, প্রভুর গৌরব ও
আমাদের আগ্রহ প্রকাশ করার জন্য আমরা যে দানশীলতা-কর্মের দায়িত্ব পালন করতে চলেছি, সেই
কাজের উদ্দেশ্যে সকল মণ্ডলীগুলি তাঁকেই আমাদের যাত্রাসঙ্গী বলে বেছে নিয়েছে। ২০ আমরা সতর্ক
হয়ে চলছি, এই বড় তহবিলের ব্যাপারে আমাদের যে দায়িত্ব আছে, সেবিষয়ে কেউ যেন আমাদের
বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না তুলতে পারে। ২১ আসলে আমরা কেবল *প্রভুর দৃষ্টিতে নয়, মানুষের
দৃষ্টিতেও যা সঠিক, তা করতে বিশেষ যত্নবান হলাম।* ২২ তাঁদের সঙ্গে আমাদের সেই ভাইকে
পাঠালাম, যাঁর সদাগ্রহের প্রমাণ আমরা বহুবার বহু বিষয়ে পেয়েছি; তোমাদের উপরে তাঁর গভীর
আস্থার জন্য তিনি এবার আরও অধিক আগ্রহ দেখাচ্ছেন। ২৩ এবার তীতের কথা: তিনি তো আমার
সহভাগী ও তোমাদের ওখানে আমার সহকর্মী; আর আমাদের ভাইদের কথা বলতে গেলে, তাঁরা
মণ্ডলীগুলির প্রতিনিধি, খ্রীষ্টের গৌরব। ২৪ সুতরাং তোমাদের ভালবাসা ও তোমাদের নিয়ে
আমাদের গর্ব, এই দুইয়ের প্রমাণ মণ্ডলীগুলির সামনে তোমরা তাঁদের কাছে দেখাও।

পরিকল্পিত অর্থদান বাস্তব করা দরকার

৯ পবিত্রজনদের জন্য সেবাকর্মের বিষয়ে তোমাদের কাছে আমার লেখা আসলে নিষ্প্রয়োজন; ২
কারণ আমি তোমাদের আগ্রহ জানি, এবং মাকিদনিয়ার লোকদের কাছে তোমাদের নিয়ে গর্ব করে
বলে থাকি যে, গত বছর থেকেই আখাইয়া প্রস্তুত হয়ে রয়েছে, ফলে তোমাদের সদাগ্রহ তাদের

অনেককেই এর মধ্যে উৎসাহিত করে তুলেছে। ৩ কিন্তু তবুও আমি সেই ভাইদের পাঠিয়েছি, যেন
তোমাদের নিয়ে আমাদের গর্ব এই বিষয়ে ফাঁপা গর্ব বলে প্রমাণিত না হয়, বরং তোমরা যেন
সত্যিই প্রস্তুত হও, যেভাবে আমি অন্যদের বলেছি। ৪ নইলে কি জানি, মাকিদনিয়ার কোন একটা
লোক আমার সঙ্গে এসে যদি দেখে, তোমরা অপ্রস্তুত, তবে সেই ভরসার জন্য আমাদেরই—বলতে
চাই না, তোমাদেরও—লজ্জা বোধ করতে হবে। ৫ এজন্য আমি প্রয়োজন মনে করলাম, সেই
ভাইদের অনুরোধ করব, যেন তাঁরা আগে তোমাদের কাছে যান, এবং তোমরা আগে যা দেবে বলে
অঙ্গীকার করেছিলে, তাঁরা যেন সেইসব ব্যবস্থা করেন, যেন তোমাদের সেই অর্থদান তোমাদের
সত্যকার উদার দানশীলতা হিসাবেই প্রস্তুত থাকে, জোর করে আদায় করা চাঁদা হিসাবে নয়। ৬
কিন্তু মনে রেখ, কৃপণতার সঙ্গে যে বোনে, সে কৃপণতার ফসল কাটবে, কিন্তু উদারতার সঙ্গে যে
বোনে, সে উদারতার ফসল কাটবে। ৭ প্রত্যেকে নিজ নিজ হৃদয়ে যেভাবে সঙ্কল্প নিয়েছে, সেইমত
দান করুক, মনের অসন্তোষে কিংবা বাধ্য হয়ে নয়; কেননা *প্রফুল্লচিত্তে যে দান করে, তাকেই ঈশ্বর
ভালবাসেন।* ৮ তাছাড়া ঈশ্বর তোমাদের সব ধরনের অনুগ্রহে পরিপূর্ণ করতে সক্ষম, যেন সবকিছুতে
সবসময় সব ধরনের প্রাচুর্য থাকায় তোমরা সব ধরনের সৎকর্মে উদারতা দেখাতে পার। ৯ যেমনটি
লেখা আছে:

সে ছড়িয়ে দিয়েছে, নিঃস্বদের দান করেছে;
তার ধর্মময়তা চিরস্থায়ী।

১০ যিনি বীজবুনিয়েকে বীজ, ও খাদ্যের জন্য অন্ন যুগিয়ে থাকেন, তিনি তোমাদের বপনের বীজও
যোগাবেন এবং তা প্রচুর করবেন, আর তোমাদের ধর্মময়তা-ফসল বৃদ্ধিশীল করবেন। ১১ এভাবে
তোমরা সব ধরনের দানশীলতার জন্য সবকিছুতে ধনবান হবে, আর এই দানশীলতা আমাদের
মুখে ঈশ্বরের ধন্যবাদ-স্তুতি জাগাবে। ১২ কেননা এই পুণ্য সেবাকর্ম যে পবিত্রজনদের প্রয়োজন
মেটাচ্ছে, তা শুধু নয়, বরং অনেকেই ঈশ্বরের ধন্যবাদ-স্তুতি করবে, এজন্যও তা অধিক মূল্যবান।
১৩ তোমাদের এই সেবাকর্মে তোমাদের যোগ্যতার প্রমাণ পেয়ে তারা ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করবে,
এবং তোমরা খ্রীষ্টের সুসমাচারের প্রতি যে স্বীকৃতি ও বাধ্যতা দেখাচ্ছ এবং তাদের ও সকলের সঙ্গে
সহভাগী হয়ে যে দানশীলতা দেখাচ্ছ তার জন্যও তারা তাঁর গৌরবকীর্তন করবে; ১৪ এবং
তোমাদের উপরে ঈশ্বরের অতিমহান অনুগ্রহ দেখে তারা তোমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করায় তোমাদের
প্রতি নিজেদের অনুরাগ প্রকাশ করবে। ১৫ তাঁর এই অবর্ণনীয় দানের জন্য, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!

নানা অভিযোগে পলের উত্তর

১০ আর আমি পল নিজে খ্রীষ্টের কোমলতা ও সহিষ্ণুতার দোহাই দিয়ে তোমাদের অনুরোধ
করছি—সেই আমি নাকি যে তোমাদের সামনে বিনয়ী, কিন্তু দূরে থাকলে তোমাদের প্রতি এত
উগ্রতা দেখাচ্ছি। ২ আমার মিনতি এ: যারা মনে করে আমরা মাংসের বশে চলি, তোমাদের ওখানে
গিয়ে সেই কয়েকজনের প্রতি আমাকে যেন তেমন উগ্রতা দেখাতে না হয় যা মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ
হয়ে আমি দেখানো দরকার বলে মনে করছি। ৩ আমরা এই রক্তমাংসে চলছি বটে, কিন্তু মাংসের
বশে সংগ্রাম করছি না; ৪ আমাদের সংগ্রামের অস্ত্রপাতি মাংসিক নয় বটে, তবু এই অস্ত্রপাতির
এমন ঐশপরাক্রম আছে যে, তা যত দুর্গও ভেঙে দিতে পারে। ৫ আমরা যত ধ্যানধারণা ও

ঈশ্বরজ্ঞানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো যত প্রাকার ভেঙে ফেলছি, এবং যত বিচারবুদ্ধি বন্দি করে তা
খ্রীষ্টের প্রতি বাধ্য করে দিচ্ছি। ৬ তাই তোমাদের বাধ্যতা নিখুঁত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে কোন
প্রকার অবাধ্যতার সমুচিত শাস্তি দিতে প্রস্তুত আছি।
৭ যা সামনে আছে, তা স্পষ্ট করে দেখ! কেউ যদি মনে মনে বিশ্বাস করে, সে খ্রীষ্টেরই, তবে
তাকে ভেবে ভেবে একথাও বুঝতে হবে যে, সে যেমন, আমরাও তেমনি খ্রীষ্টেরই। ৮ আমাদের
দেওয়া যে অধিকার, তা নিয়ে আমি যদিও একটু বেশি গর্ব করে থাকি, তবু লজ্জা করব না; প্রভু
তো তোমাদের ভেঙে ফেলার জন্য নয়, গেঁথে তোলারই জন্য সেই অধিকার আমাদের দিয়েছেন। ৯
এমনটি মনে করো না, আমি পত্রগুলির মধ্য দিয়ে তোমাদের ভয় দেখাতে চাচ্ছি। ১০ কেউ কেউ
বলে, ‘ওর পত্রগুলোর জোর আছে, তেজ আছে বটে, কিন্তু ওর শরীর দেখতে দুর্বল, ওর বলারও
তত ক্ষমতা নেই।’ ১১ তেমন লোক বুঝুক যে, আমরা অনুপস্থিত হলে পত্রের মধ্য দিয়ে কথায়
যেমন, উপস্থিত হলে কর্মেও তেমন। ১২ নিজেরাই নিজেদের প্রশংসা করে বেড়ায় এমন কোন কোন
লোকদের সঙ্গে নিজেদের পরিগণিত করার বা তুলনা করার স্পর্ধা আমাদের অবশ্য নেই; ওরা তো
নির্বোধ মানুষ: নিজেদের মাত্রা অনুসারেই নিজেদের মেপে নেয়, এবং নিজেদের সঙ্গেই নিজেদের
তুলনা করে। ১৩ আমরা কিন্তু অতিমাত্রা গর্ব করব না, বরং ঈশ্বর মাত্রা বলে আমাদের পক্ষে যে
সীমা নিরূপণ করেছেন, সেই অনুসারে গর্ব করব; তেমন সীমানা তোমাদের ওখানে পর্যন্তই
পরিব্যাপ্ত। ১৪ আবার, আমাদের সীমানা যদি তোমাদের ওখানে পর্যন্ত ব্যাপ্ত না হত, তবে আমরা
নিশ্চয় সীমা অতিক্রম করতাম, কিন্তু আসলে এমন নয়, কারণ খ্রীষ্টের সুসমাচার নিয়ে আমরা
তোমাদের ওখানে পর্যন্তও প্রথমে এসে উপস্থিত হয়েছি। ১৫ আমরা মাত্রা না মেনে যে পরের পরিশ্রম
নিয়ে গর্ব করি এমন নয়; কিন্তু এই প্রত্যাশা রাখি যে, তোমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি পেতে পেতে
আমাদের সীমা অনুসারে তোমাদের মধ্যে আরও ব্যাপকভাবে বিস্তারিত হব; ১৬ তাতে পাশাপাশি
অঞ্চলেও সুসমাচার প্রচার করতে পারব; পরের সীমানার মধ্যে যা প্রস্তুত করা হয়েছে, তা নিয়ে
আমাদের গর্ব করতে হবে না। ১৭ সুতরাং, *যে গর্ব করতে চায়, সে প্রভুতেই গর্ব করুক;* ১৮ কারণ যে
নিজের পক্ষে সুপারিশ করে, সে নয়, কিন্তু প্রভু যার পক্ষে সুপারিশ করেন, সে-ই যোগ্য বলে
প্রমাণিত হয়।

পল নিজের প্রশংসা করতে বাধ্য

১১ আহা, তোমরা যদি আমার এটুকু নির্বুদ্ধিতা সহ্য করতে! কিন্তু অবশ্যই তোমরা সহ্য করছ। ২
আসলে তোমাদের প্রতি আমার অন্তরে ঐশ্বরিক প্রেমের জ্বালার মত জ্বালা জ্বলছে, কারণ আমি
তোমাদের সুচরিত্রা কুমারী বলে সেই একমাত্র বর খ্রীষ্টের কাছে উপস্থিত করার জন্য বাগদান
করেছি। ৩ কিন্তু ভয় হচ্ছে, পাছে সাপ নিজের ধূর্ততায় যেমন হবাকে প্রবঞ্চিত করেছিল, তেমনি
তোমাদের মন খ্রীষ্টের প্রতি একাগ্রতা থেকে ভ্রষ্ট হয়। ৪ বস্তুত কেউ যদি হঠাৎ এসে এমন আর এক
যীশুকে প্রচার করে যাকে আমরা প্রচার করিনি, কিংবা তোমরা যদি এমন এক আত্মা পাও যা পাওয়া
আত্মা থেকে ভিন্ন, বা এমন ভিন্ন এক সুসমাচার শোন যা এখনও শোননি, তবে এসব কিছু মেনে
নিতে তোমরা খুবই ইচ্ছুক! ৫ আচ্ছা, আমি মনে করি না, ওই যে সব মহা মহা প্রেরিতদূতদের চেয়ে
আমি তত পিছনে রয়েছি। ৬ আর যদিও কথা বলার ব্যাপারে আমি সামান্য, তবু ধর্মজ্ঞানে সামান্য

নই; তা আমরা সব দিক দিয়ে সকলের সামনে তোমাদের কাছে প্রকাশ করেছি।
৭ নাকি আমি পাপ করেছি যে, বিনামূল্যেই তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করায়
তোমাদের উন্নীত করার জন্য নিজেকে নমিত করেছি? ৮ তোমাদের সেবা করার জন্য আমি অন্য
মণ্ডলীগুলোর সবকিছু লুট করেই যেন তাদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করেছি; ৯ এবং যখন
তোমাদের ওখানে ছিলাম, তখন আমার অভাব হলেও কারও বোঝা হইনি, কারণ মাকিদনিয়া থেকে
ভাইয়েরা এসে আমার যত প্রয়োজন মিটিয়ে দিল। হ্যাঁ, কোন ব্যাপারে তোমাদের বোঝা না হবার
জন্য আমি যথাসাধ্য সচেষ্ট হয়েছি, আর সচেষ্ট হয়ে চলব। ১০ আমার অন্তরে উপস্থিত খ্রীষ্টের সেই
সত্যের দিব্যি দিয়ে বলছি, আখাইয়ার কোন অঞ্চলে কেউই আমার এই গর্ব থেকে আমাকে বঞ্চিত
করতে পারবে না! ১১ কেন? আমি তোমাদের ভালবাসি না, এজন্যই কি? ঈশ্বর জানেন! ১২ কিন্তু
আমি যা করছি, তা করতে থাকব, যেন সেই সকল লোকদের সুযোগ খণ্ডন করতে পারি যারা এমন
সুযোগ খোঁজ করে, যেন তারা যে বিষয়ে গর্ব করে, সেই বিষয়ে আমার সমান বলে প্রতিপন্ন হতে
পারে। ১৩ কারণ তেমন লোকেরা নকল প্রেরিতদূত, অসৎ প্রচারকর্মী, খ্রীষ্টের প্রেরিতদূতদের বেশ
ধারণ করে। ১৪ কথাটা তত আশ্চর্যের নয়, কারণ শয়তান নিজে আলোময় দূতের বেশ ধারণ করে।
১৫ সুতরাং তার সেবাকর্মীরাও যে ধর্মময়তার সেবাকর্মীদের বেশ ধারণ করে, এতে বড় কিছু নেই।
কিন্তু তাদের যেমন কাজকর্ম, তেমন পরিণাম হবে!
১৬ আমি আবার বলছি, কেউ যেন আমাকে নির্বোধ মনে না করে! কিন্তু তোমরা যদিই তাই মনে
কর, তবে আমাকে নির্বোধ বলে মেনে নাও, যেন আমিও একটু গর্ব করতে পারি। ১৭ তবু আমি যা
বলছি, তা প্রভুর মত অনুসারে বলছি না বটে, নির্বোধের মতই বলছি, কারণ আমার গর্ব করার
বিষয়ে আমার নিশ্চিত ধারণা আছে। ১৮ অনেকেই যখন মানবীয় দিক দিয়ে গর্ব করে, তখন আমিও
গর্ব করব। ১৯ এত বুদ্ধিমান হওয়ায় তোমরা নির্বোধদের কথা সহজেই সহ্য করতে পার; ২০ কিন্তু
আসলে তোমরা তাকেই সহ্য কর, যে তোমাদের দাস করে, যে তোমাদের গ্রাস করে, যে তোমাদের
সুবিধা কেড়ে নেয়, যে উদ্ধত কথা বলে, যে তোমাদের গালে চড় মারে! ২১ আহা, আমি লজ্জার সঙ্গে
স্বীকার করছি: আমরা কতই না দুর্বল হয়েছি! কিন্তু তবুও যে বিষয়ে অন্য কেউ গর্ব করতে সাহস
করে—নির্বোধেরই মত কথা বলছি—সেই বিষয়ে আমিও গর্ব করতে সাহস করব।
২২ ওরা কি হিব্রু? আমিও তাই। ওরা কি ইস্রায়েলীয়? আমিও তাই। ওরা কি আব্রাহামের বংশ?
আমিও তাই। ২৩ ওরা কি খ্রীষ্টের সেবাকর্মী?—উন্মাদের মত কথা বলছি—ওদের চেয়ে আমি
বেশি: আমি পরিশ্রমে অনেক বেশি, কারাবন্ধনে অনেক বেশি, প্রহারে অনেক বেশি, প্রাণ-সঙ্কটে
অনেকবার। ২৪ ইহুদীদের হাতে আমি পাঁচবার ঊনচল্লিশ কশাঘাত-দণ্ড ভোগ করেছি। ২৫ তিনবার
বেত্রাঘাত, একবার পাথর ছুড়ে মারা, তিনবার নৌকাডুবি সহ্য করেছি, অতল গহ্বরের উপর এক
দিন এক রাত কাটিয়েছি; ২৬ পথযাত্রায় বহুবার, নদীসঙ্কটে, দস্যু-সঙ্কটে, স্বজাতি-ঘটিত সঙ্কটে,
বিজাতি-ঘটিত সঙ্কটে, নগরসঙ্কটে, মরুসঙ্কটে, সমুদ্রসঙ্কটে, ভণ্ড ভাইদের হাতে ঘটিত সঙ্কটে; ২৭
পরিশ্রমে ও ক্লেশে, বহুবার নিদ্রার অভাবে, ক্ষুধায় ও পিপাসায়, বহুবার অনাহারে, শীতে ও
বস্ত্রাভাবে। ২৮ আর এই সবকিছু ছাড়া একটা বিষয় প্রতিদিন আমার মাথায় চেপে রয়েছে,—সকল
মণ্ডলীর চিন্তা। ২৯ কে দুর্বল হলে আমি দুর্বল হই না? কে বিঘ্ন পেলে আমি জ্বলে পুড়ে যাই না? ৩০
যদি গর্ব করতে হয়, তবে আমার সমস্ত দুর্বলতা নিয়ে গর্ব করব। ৩১ প্রভু যীশুর ঈশ্বর ও পিতা, যুগে

যুগে ধন্য যিনি, তিনি জানেন, আমি মিথ্যা বলছি না। ৩২ দামাস্কাসে আরেতাস রাজার অধিনস্থ
শাসনকর্তা আমাকে ধরবার জন্য দামাস্কাস শহরের চারদিকে প্রহরী দল মোতায়েন রেখেছিলেন; ৩৩
কিন্তু একটা ঝুড়িতে করে নগরপ্রাচীরের একটা জানালা দিয়ে আমাকে বাইরে নামিয়ে দেওয়া
হয়েছিল, আর এভাবে তাঁর হাত এড়িয়েছিলাম।
১২ বাধ্য হয়েই আমি গর্ব করছি। এতে কিন্তু কোন লাভ নেই বটে, কিন্তু এবার প্রভুর নানা দর্শন ও
নানা ঐশপ্রকাশের কথা বলব। ২ আমি খ্রীষ্টে আশ্রিত একটা মানুষকে চিনি: চৌদ্দ বছর আগে—
শরীরে কিনা, জানি না; অশরীরে কিনা, জানি না; ঈশ্বর জানেন—তেমন মানুষকে তৃতীয় স্বর্গ
পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। ৩ আর তেমন মানুষের বিষয়ে আমি জানি—শরীরে কি অশরীরে, তা
জানি না; ঈশ্বর জানেন—৪ পরমদেশে কেড়ে নেওয়া হওয়ার পর সেই মানুষ অকথনীয় এমন কথা
শুনেছিল যা মানুষের উচ্চারণ করতে নেই। ৫ আমি তেমন মানুষেরই বিষয়ে গর্ব করব; কিন্তু নিজের
বিষয়ে গর্ব করব না; শুধু নিজের সমস্ত দুর্বলতা নিয়েই গর্ব করব। ৬ বাস্তবিক গর্ব করতে চাইলেও
আমি নির্বোধ হব না, কারণ সত্য ছাড়া কিছু বলব না। তবু নীরব থাকব, পাছে আমাকে দেখে ও
আমার কথা শুনে এমন কেউ থাকতে পারে যে আমার বিষয়ে বেশি উচ্চ ধারণা করে।
৭ আর সেই ঐশপ্রকাশের মহত্ত্বের জন্য আমি যেন দর্প না করি সেজন্য আমার মাংসে একটা কাঁটা
রাখা হয়েছে—তা শয়তানের এক দূত, সে যেন আমাকে ঘুষি মারতে থাকে পাছে আমি দর্প করি।
৮ এবিষয় নিয়ে আমি তিন তিনবারই প্রভুকে মিনতি করেছি, সে যেন আমাকে ছেড়ে যায়। ৯ কিন্তু
তিনি আমাকে বললেন, 'আমার অনুগ্রহ তোমার পক্ষে যথেষ্ট! আমার পরাক্রম দুর্বলতায় সিদ্ধিলাভ
করে।' তাই আমি বরং আমার সমস্ত দুর্বলতা নিয়েই সানন্দে গর্ব করব, যেন খ্রীষ্টের পরাক্রম
আমার উপর অধিষ্ঠান করতে পারে। ১০ এজন্যই খ্রীষ্টের খাতিরে আমি সমস্ত দুর্বলতা, অপমান,
দুর্গতি, নির্যাতন ও সঙ্কটের মধ্যে তৃপ্তিই পাই, কেননা যখন আমি দুর্বল, তখনই পরাক্রমী!
১১ আমি নির্বোধ হয়ে গেছি; তোমরাই আমাকে বাধ্য করেছ; আসলে আমার পক্ষে সুপারিশ করা
তোমাদেরই উচিত ছিল, কারণ যদিও আমি কিছুই নই, তবু ওই মহা মহা প্রেরিতদূতদের চেয়ে
আদৌ পিছনে পড়িনি। ১২ অবশ্য, প্রকৃত প্রেরিতদূতের যত লক্ষণ তোমাদের মধ্যে একান্ত নিষ্ঠার
সঙ্গে, নানা চিহ্ন, অলৌকিক লক্ষণ ও পরাক্রম-কর্মের মধ্য দিয়ে সাধিত হয়েছে। ১৩ বল দেখি,
কোন্ ব্যাপারে তোমরা অন্য সকল মণ্ডলীর তুলনায় কম পেয়েছ, কেবল এই ব্যাপারে ছাড়া যে,
তোমাদের পক্ষে আমি কখনও বোঝা হইনি? আমার এই অন্যায় ক্ষমা কর!
১৪ দেখ, এবার তৃতীয়বারের মত আমি তোমাদের কাছে যাবার জন্য তৈরী: তোমাদের পক্ষে
বোঝা হব না; কারণ আমি তোমাদের কোন জিনিস চাচ্ছি না, তোমাদেরই চাচ্ছি। বস্তুত
পিতামাতার জন্য অর্থ সঞ্চয় করা সন্তানদের কর্তব্য নয়, বরং সন্তানদের জন্য পিতামাতারই
কর্তব্য, ১৫ আর আমি গভীর আনন্দের সঙ্গে ব্যয় করব, এমনকি, তোমাদের আত্মাদের জন্য
নিজেকেই ব্যয় করব। কিন্তু তোমাদের বেশি ভালবাসি বিধায় কি আমাকে কম ভালবাসা পেতে
হবে?
১৬ আচ্ছা, তবে আমি তোমাদের পক্ষে বোঝা হইনি, কিন্তু ধূর্ত প্রকৃতির মানুষ যে আমি, চালাকি
করে তোমাদের ধরেছি! ১৭ আমি তোমাদের কাছে যাঁদের পাঠিয়েছিলাম, তাঁদের কারও দ্বারা কি
তোমাদের ঠকিয়েছি? ১৮ তীত আমারই অনুরোধে গিয়েছিলেন, এবং তাঁর সঙ্গে আমি সেই ভাইকেও

পাঠিয়েছিলাম; তীত কি তোমাদের ঠকিয়েছেন? আমরা দু'জনে কি একই আত্মায়, একই পদচিহ্নে চলিনি?

পলের চিন্তা ও আশঙ্কা

[19] নিশ্চয় তোমরা এতক্ষণ ধরে মনে করে আসছ, আমরা তোমাদের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থন করছি। তা নয়, আমরা ঈশ্বরেরই সাক্ষাতে খ্রীষ্টে কথা বলছি; এবং, প্রিয়জনেরা, এই সমস্ত কথা তোমাদের গেঁথে তোলার জন্যই বলছি। [20] আসলে আমার ভয় হচ্ছে, পাছে এসে উপস্থিত হলে আমি তোমাদের যেভাবে দেখতে চাই সেভাবে না দেখি, তোমরাও আমাকে যেভাবে দেখতে চাও না সেভাবেই দেখ; ভয় হচ্ছে, পাছে দৈবাৎ বিবাদ, ঈর্ষা, রাগ, প্রতিযোগিতা, পরনিন্দা, কানাঘুষা, দর্প, গন্ডগোল বেধে যায়। [21] ভয় হচ্ছে, পাছে আমি আবার এলে আমার ঈশ্বর তোমাদের কাছে আমাকে অবনমিত করেন, এবং যারা আগে পাপ করেছিল, তাদের অনেকে যে তাদের সেই অশুচিতা, যৌন অনাচার বা যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার বিষয়ে এখনও মনপরিবর্তন করেনি, এ নিয়ে তখন আমাকে দুঃখ পেতে হয়।

১৩ এই তৃতীয়বার আমি তোমাদের কাছে যাচ্ছি। *দু' তিনজন সাক্ষীর প্রমাণে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হবে।* [2] দ্বিতীয়বার আমি যখন উপস্থিত ছিলাম, যারা আগে পাপ করেছিল, তাদের ও অন্য সকলকে আমি যেমন আগে বলেছিলাম, তেমনি এখন উপস্থিত না হয়েও তাদের আবার বলছি: যদি আবার আসি, আমি আর রেহাই দেব না, [3] যেহেতু তোমরা একটা প্রমাণ পেতে চাচ্ছ খ্রীষ্টই আমার অন্তরে কথা বলেন কিনা; আর তিনি তো তোমাদের পক্ষে দুর্বল নন, বরং তাঁর পরাক্রম তোমাদের মধ্যে সক্রিয়। [4] তাঁর মানবীয় দুর্বলতার জন্য তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু ঈশ্বরের পরাক্রমে তিনি তো জীবিত হয়ে আছেন। তেমনি তাঁর মধ্যে আমরাও দুর্বল বটে, কিন্তু তোমাদের পক্ষে ঈশ্বরের পরাক্রমে তাঁর সঙ্গে জীবন যাপন করব। [5] নিজেদের পরীক্ষা করে দেখ তোমরা বিশ্বাসে আছ কিনা; নিজেদের যাচাই কর। তোমরা কি বুঝতে পার না যে, যীশুখ্রীষ্ট তোমাদের অন্তরে আছেন? অবশ্য, যদি তেমন পরীক্ষা তোমাদের বিরুদ্ধে না দাঁড়ায়! [6] তথাপি আশা করি, তোমরা মেনে নেবে যে সেই পরীক্ষা আমাদের বিরুদ্ধে নয়। [7] আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যেন তোমরা কোন প্রকার অন্যায় না কর; পরীক্ষায় আমাদের যোগ্যতা যেন প্রমাণিত হয়, এজন্য নয়; বরং এজন্য, আমাদের যোগ্যতা অপ্রমাণিত থাকলেও যেন তোমরা সৎকাজ কর। [8] কারণ সত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কেবল সত্য সমর্থন করাই সম্ভব। [9] বাস্তবিক আমরা যখন দুর্বল ও তোমরা বলবান, তখন আমরা আনন্দিত। আর আমাদের প্রার্থনা এ, যেন তোমরা পরমসিদ্ধি লাভে উত্তীর্ণ হতে পার। [10] এই কারণেই আমি দূরে থাকতেই এই সমস্ত কথা লিখলাম, যেন উপস্থিত হলে আমাকে প্রভুর দেওয়া অধিকার কঠোর ভাবে প্রয়োগ করতে না হয়; সেই অধিকার তিনি ভেঙে ফেলার জন্য নয়, গেঁথে তোলারই জন্য আমাকে দিয়েছেন।

শেষ বাণী, প্রীতি-শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ

[11] শেষ কথা: ভাই, আনন্দ কর; পরমসিদ্ধিই হোক তোমাদের লক্ষ্য, পরস্পরের অন্তরে সৎসাহস যোগাও, একমন হও, শান্তিতে থাক; তাহলে ভালবাসা ও শান্তিবিধাতা ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন। [12] পবিত্র চুম্বনে পরস্পরকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। সকল পবিত্রজন তোমাদের

প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।
[13] প্রভু যীশুখ্রীষ্টের অনুগ্রহ, ঈশ্বরের ভালবাসা, ও পবিত্র আত্মার সহভাগিতা তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুক।